১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের সম্মিলিত অধিকার আদায় ফোরাম

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৩১ নং মসজিদুল ফেরদৌস কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, মিরপুর-২, ঢাকা।

মোবাইল নং-০১৭১২১[illegible]৩, ০১৭১৫-৫৮৩৮৮৩

সূত্রঃ কেনিপ-১২০/২০২১ তারিখঃ ২৫/০৫/২০২১ খ্রি

বরাবর
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয়ঃ আসন্ন ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেটে মহার্ঘ ভাতা প্রদান ও ৯ম পে স্কেল ঘোষণার মাধ্যমে বেতন বৈষম্য নিরসনসহ ১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের ৮ দফা দাবী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ম পে স্কেল ঘোষণার মাধ্যমে ১১-২০ গ্রেডের চাকুরীজিবিদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। ১১-২০ গ্রেডের সকল কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ২০১৫ সালের প্রদত্ত পে স্কেল প্রায় ৬ বছর সময় অতিক্রম করেছে। ইতোমধ্যে দ্রব্য মূল্য ও সেবা খাতের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুন। আমরা ১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীরা দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি ও সেবা খাতের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছি। আমাদের পক্ষে বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করা প্রায় অসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণে আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর গত ৩০/০৯/২০১৯ খ্রি তারিখে ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করি। এরপর ১৬/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গঠিত বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির সদস্যদের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করি। এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্ম সংস্থান বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মহোদয় সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও প্রায় শতাধিক সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করি। এরপরে গত ১৬/০২/২০২০ খ্রিঃ মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ সচিব, জনপ্রশাসন সচিব, অর্থ সচিব ও ১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ আপনার বরাবর আবেদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানাই। ইহা ছাড়াও মহান জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা সহ সরকার দলীয় অন্তত ৩ জন সংসদ সদস্য আমাদের দাবি সমূহ মেনে নেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইতোমধ্যে বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এর কারণে দ্রব্য মূল্য কয়েকগুন বৃদ্ধি পায় ও সেবা মূল্যও আকাশচুম্বি রূপ ধারণ করে। স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সবসময়ই মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিসহ ৫ বছর পর পর নতুন পে স্কেল প্রদানের মাধ্যমে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। ৮ম পে স্কেল গত জুলাই ২০২০খ্রিঃ ৫ বছর অতিক্রম করলেও ৯ম পে স্কেল দেওয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গৃহিত হয়নি।

তাই আসন্ন ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেটে মহার্ঘ ভাতা প্রদান ও ৯ম পে স্কেল গঠনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিসহ ১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের ৮ দফা দাবির যৌক্তিকতা আপনার সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নে উপস্থাপন করা হইল।

চলমান পাতা- ০২

১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের সম্মিলিত অধিকার আদায় ফোরাম
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৩১ নং মসজিদুল ফেরদৌস কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, মিরপুর-২, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৭১২১৪৯১৪৩, ০১৭১৫-৫৮৩৮৮৩

৮ দফা দাবীর যৌক্তিকতা ও বিশ্লেষণ

ক্রমিক নং	দাবী	দাবীর স্বপক্ষে যৌক্তিকতা	দাবী বাস্তবায়ন না করায় সমস্যা সমূহ
১	২০১৫ সালে প্রদত্ত ৮ম পে-স্কেল সংশোধন করে ৯ম পে স্কেল ঘোষণার মাধ্যমে বেতন বৈষম্য নিরসন করে গ্রেড অনুযায়ী বেতন স্কেলের পার্থক্য সমহারে নির্ধারণ ও গ্রেড সংখ্যা কমাতে হবে।	১। ৭ম পেস্কেল থেকে ৮ম পেস্কেলে টাকার অংকে বৈষম্যের পরিমান বেড়েছে (পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সংযুক্তি-১ ও ২)। ২। ১-১০ গ্রেডে গ্রেড ভিত্তিক ব্যবধানের হার সর্বনিম্ন ১১.৫০% সর্বোচ্চ ২৭.২৭% ও ১১-২০ গ্রেডে গ্রেড ভিত্তিক ব্যবধানের হার সর্বনিম্ন ২.২২% ও সর্বোচ্চ ৯.৬০% যাহা ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈষম্য (বিস্তারিত সংযুক্তি-৩)।	১। ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ২। প্রতি বছর ১-১০ গ্রেডের কর্মকর্তাদের সাথে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের বেতন বৈষম্যের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাহাতে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে বিশৃংঙ্খলা তৈরি হচ্ছে। ৩। সামাজিক ভাবে বৈষম্যের শিকারের ফলে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে ইহা গণঅসন্তোষে রুপ নিতে পারে।
২	এক ও অভিন্ন নিয়োগ বিধি বাস্তবায়ন করতে হবে।	একই শিক্ষগত যোগ্যতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে বেতন গ্রেড ও পদ মর্যাদায় বৈষম্য সৃষ্টি হয়। তাহা নিরসনে আমাদের এই দাবী।	১। ইহাতে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীতদের মধ্যে অসন্তোষ ও প্রশাসনিক বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। ২। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব তৈরী হচ্ছে।
৩	সকল পদে পদোন্নতি বা ৫ বছর পর পর উচ্চতর গ্রেড প্রদান করতে হবে (ব্লক পোষ্ট নিয়মিতকরণ করতে হবে)।	১। ১-১০ গ্রেডে যাহারা চাকুরী করেন, তাহারা একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। কিন্তু ১১-২০ গ্রেডের চাকরিজীবীরা ১৫/২০ বছরে, অনেকে ব্লক পোস্টের কারনে সারা জীবনেও পদোন্নতি পান না বা পদোন্নতি পেলেও গ্রেড ভিত্তিক বেতন বৈষম্যের কারনে আর্থিক ভাবে লাভবান হন না। তাই নির্ধারিত ৫ বছর পরপর পদোন্নতি বা পদের স্বল্পতায় তাহা সম্ভব না হলে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করলে কর্মচারীরা উৎসাহিত হবে ও সরকারের কাজ আরও গতিশীল হবে।	১। পদোন্নতি না পাওয়ার কারনে কর্মচারীরা আর্থিক ক্ষতিসহ কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলে। ২। সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন ও কর্মচারীরা হতাশাগ্রস্থ জীবন যাপন করে।
৪	টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড পুনঃবহালসহ বেতন জৈষ্ঠ্যতা বজায় রাখতে হবে।	২০১৫ সালের ৮ম পে-স্কেলের মাধ্যমে টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিল করা হয়। পূর্বে কোন চাকুরিজীবী নিয়মিত পদোন্নতি না পেলেও ০৪ বৎসর পূর্তিতে সিলেকশন গ্রেড পেতেন। এছাড়া ৮, ১২, ১৫ বছর পূর্তিতে টাইম স্কেল পেতেন। কিন্তু ২০১৫ সালের নতুন পে-স্কেলে প্রদত্ত উচ্চতর গ্রেড নামক প্রহসন করে (১০ বছর ও ১৬ বছর চাকুরী করে বেতন মাত্র ১০ টাকা বাড়ে) উক্ত টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিল করা হয় ।	টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিল করে ১০ বছর ও ১৬ বছর চাকুরীর ধারাবাহিকতায় যে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছিল তাহাও বিজ্ঞ আদালতের বরাত দিয়ে বর্তমানে বন্ধ আছে। এ কারনে ২০১৫ সালের ৮ম পে-স্কেল এখনও বাস্তবায়ন হয় নাই। ১১-২০ গ্রেডের চাকুরিজীবীরা তাই চাকুরী জীবনে নিয়োগকৃত গ্রেড থেকে উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্যতার সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে।

১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের সম্মিলিত অধিকার আদায় ফোরাম
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৩১ নং মসজিদুল ফেরদৌস কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, মিরপুর-২, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৭১২১৪৯১৪৩, ০১৭১৫-৫৮৩৮৮৩

ক্রমিক নং	দাবী	দাবীর স্বপক্ষে যৌক্তিকতা	দাবী বাস্তবায়ন না করায় সমস্যা সমূহ
৫	সচিবালয়ের ন্যায় পদবি ও গ্রেড পরিবর্তন করতে হবে।	একই শিক্ষগত যোগ্যতায় একই পদবী অর্থাৎ ১৬ তম গ্রেড এর অফিস সহকারী/আফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে (একই ক্যাটাগরি/সম স্কেলের পদ সমূহ) নিয়োগের পর সচিবালয়ে কর্মরত থাকিলে পদোন্নতিতে ১০ গ্রেডে প্রশাসনিক কর্মকর্তা থেকে ৭ম গ্রেড পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ পান কিন্তু অধিদপ্তরে নিয়োগের পর উচ্চমান সহকারী বা সর্বোচ্চ ১২ তম গ্রেডের প্রধান সহকারী পর্যন্ত/সমমানে পদোন্নতি পেয়েও তুলনামূলক ভাবে লাভবান হয় না (এইরুপ ১১-২০ গ্রেডের সকল পদ)।	এক দেশ, এক সংবিধান এবং একই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হওয়া সত্বেও স্থান ভেদের কারনে পদোন্নতির ভিন্নতায় মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। যাহার ফলে সচিবালয়ের বাহিরে অধিদপ্তরে কর্মরত গনের মাঝে অসন্তোষ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।
৬	সকল ভাতা বাজার চাহিদা অনুযায়ী সমন্বয় করতে হবে।	২০১৫ সালের ৮ম পে-স্কেলে চিকিৎসা ভাতা ১৫০০/-, যাতায়াত ভাতা ৩০০/-, টিফিন ভাতা ২০০/-, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ৫০০/-, ধোলাই ভাতা ক্ষেত্র বিশেষ ২০০/- নির্ধারণ করা হয়। যাহার দ্বারা ১ মাসের চিকিৎসার খরচ, অফিসে যাতায়াত , দুপুরের নাস্তা, সন্তানের লেখাপড়া ও পোষাকের পরিচ্ছন্নতা করা একেবারেই অসম্ভব। তাই বর্তমানে চিকিৎসা ভাতা ৫০০০/-, যাতায়াত ভাতা ৩০০০/-, টিফিন ভাতা ৩০০০/-, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ২০০০/-, ধোলাই ভাতা ক্ষেত্র বিশেষ ১০০০/-, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিতদের মূল বেতনের ৩০% ঝুঁকি ভাতা, মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের ২০% মাঠ ভাতা ও বাড়ী ভাড়া ভাতা ৮০%, বৈশাখী ভাতা ২০% এর স্থলে ১০০% ও বিজয় দিবস ভাতা চালু করার যৌক্তিক দাবী জানাচ্ছি।	বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় প্রদত্ত ভাতা সমূহ দ্বারা সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে কর্মচারীরা প্রতিনিয়তই ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। (২০ তম গ্রেডের এক জন কর্মচারী বাড়ি ভাড়া পায় ৫৬০০/- টাকা । এ টাকা দিয়ে ঢাকা শহরে বাসা ভাড়া পাওয়া অসম্ভব)
৭	নিম্ন বেতনভোগীদের জন্য রেশন ও ১০০% পেনশন চালুসহ পেনশন গ্রাচ্যুইটির হার ১ টাকা=৫০০ টাকা করতে হবে।	১। বর্তমান বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির কারনে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের জীবন চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। উচ্চ গ্রেডে বেতন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে নিম্ন গ্রেডে বেতন প্রাপ্ত কর্মচারীদের একই বাজার ব্যবস্থায় বাজার করতে গিয়ে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশেষ বিশেষ সরকারী সংস্থা (সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, আনসার) সদস্যদের ন্যায় ন্যায্যমূল্যে মান সম্মত রেশন প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি। ২। একজন ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহনের পর যে পরিমান গ্রাচুইটি ও পেনশন আহরণ করেন, তাহা অবসর পরবর্তী জীবন যাত্রার জন্য অপ্রতুল। তাই আনুতোষিকের পরিমান ৯০% এর স্থলে ১০০% প্রদান ও গ্রাচুইটি ১ টাকায় ২৩০ টাকা স্থলে ৫০০ টাকা প্রদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।	১। ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীরা স্বল্প বেতন প্রাপ্ত হওয়ায় উচ্চ গ্রেডের কর্মকর্তাদের সাথে একই বাজার ব্যবস্থায় বাজার করেতে গিয়ে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন ও জীবনমান নিম্নমূখী হচ্ছে। ২। গ্রাচুইটি ও পেনশনের হার বৃদ্ধি করা না হলে একজন কর্মচারী চাকুরী শেষে তাহার প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পরিবার নিয়ে ভবিষ্যত স্বচ্ছল জীবন যাপন বা সন্তানদের সাবলম্বি করা সম্ভব হয় না।

চলমান পাতা- ০৪

১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের সম্মিলিত অধিকার আদায় ফোরাম
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৩১ নং মসজিদুল ফেরদৌস কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, মিরপুর-২, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৭১২১৪৯১৪৩, ০১৭১৫-৫৮৩৮৮৩

ক্রমিক নং	দাবী	দাবীর স্বপক্ষে যৌক্তিকতা	দাবী বাস্তবায়ন না করায় সমস্যা সমূহ
৮	কাজের ধরন অনুযায়ী পদনাম ও গ্রেড একিভূত করতে হবে।	১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের কাজের ধরণ একই হওয়া সত্ত্বেও (যেমন অফিস সহকারী/আফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উচ্চমান সহকারী, প্রধান সহকারী, স্টেনো টাইপিস্ট) ভিন্ন ভিন্ন পদবী আবার একই পদবী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এসকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতেও বিভিন্ন প্রকার অসংগতি রয়েছে।	একই শিক্ষাগত যোগ্যতা সত্ত্বেও বেতন গ্রেডের পার্থক্যের কারনে নিম্ন গ্রেডে চাকুরীরতরা হীনমন্যতায় ভোগেন ,আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হন।

অতএব, মহোদয় সমীপে নিবেদন এই যে, ১১-২০ গ্রেডের লক্ষ লক্ষ চাকুরিজীবীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনাপূর্বক আগামী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আসন্ন বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে মহার্ঘ ভাতা প্রদান ও ৯ম পে স্কেল গঠনের মাধ্যমে আমাদের ৮ম দফা দাবী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সামাজিকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়ে সরকারি কর্মে মনোনিবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মর্জি হয়।

নিবেদক
১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের পক্ষে-

25.5.2021
(মোঃ লুৎফর রহমান)
সভাপতি ভারপ্রাপ্ত
কেন্দ্রীয় নিবর্হী পরিষদ
মোবাইল নং- ০১৭১৫-৫৮৩৮৮৩

(মোঃ মাহমুদুল হাসান) 25.5.2021
সাধারন সম্পাদক
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
মোবাইলঃ ০১৭১২১৪৯১৪৩

দয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৪। অফিস কপি।

(মোঃ মাহমুদুল হাসান) 25.5.2021
সাধারন সম্পাদক